ঋণ পরিশোধ।

DEBT, AND HOW TO GET OUT OF IT.

"ঋণী মহাজনের দাস।"

বাইবেল।

CALCUTTA

CHRISTIAN LITERATURE SOCIETY

1894.

1st Edn 1,000]　　[মূল্য এক

.0 2878

ঋণ পরিশোধ।

উপক্রমণিকা।

সকলেই নিজ২ পরিবার লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে চাহে। কিন্তু পরিবারের মধ্যে সুবন্দোবস্ত থাকিলেই অনেক সময়ে এই ইচ্ছা সফল হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, সচরাচর ইহার ঠিক বিপরীত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে যৌবনাবস্থা হইতে.মৃত্যু পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন ও দুঃখ সহকারে জীবন যাপন করে, এবং পরিশেষে সন্তানদিগকেও সেই প্রকার অবস্থায় রাখিয়া যায়। এই প্রকার ঘটিবার অনেক কারণ আছে, কিন্তু তন্মধ্যে ঋণই প্রধান।

সভ্য ও অসভ্য জাতির মধ্যে যে কত প্রভেদ, তাহা দূরদর্শিতা (ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া চলা) হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অসভ্যগণ কেবল বর্ত্তমান বিষয়ের চিন্তায় ব্যস্ত। তাহারা, হয় ত, অদ্য আকণ্ঠ ভোজন করিল, কিন্তু কল্য অনাহারে মৃতপ্রায় হইবে। সেই প্রকার কেহ২ উপার্জ্জিত অর্থ এককালীন ব্যয় করিয়া ফেলে; সুতরাং পীড়া কিম্বা অন্য কোন প্রকার আকস্মিক খরচের সময়ে, ঋণ ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখিতে পায় না। বুদ্ধিমান লোকে ভবিষ্যতের জন্য সংস্থান করিয়া রাখে; সুতরাং অসময়ে হঠাৎ অর্থের প্রয়োজন হইলে, তাহাদিগকে ঋণ করিয়া সুদের ভারে ভারাক্রান্ত হইতে হয় না।

এক্ষণে ঋণজালে পতিত হইবার কারণ, ইহার বিষময় ফল এবং ইহা হইতে উদ্ধারের উপায় সম্বন্ধে কিছু২ লিখিত হইবে।

ঋণগ্রস্ত হইবার কারণ।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে ঋণ গ্রহণ প্রচলিত দেখা যায়। ঋণদায় হইতে মুক্তিলাভের জন্য ঋগ্বেদে বরুণের নিকট প্রার্থনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্যাপি এদেশের সর্ব্বত্র শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল সমাজেই ঋণগ্রহণের অভ্যাস প্রচলিত দেখা যায়। এই সকল লোককে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। যাহার উপর সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণের ভার থাকে, এমন পিতা ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিলে, অথবা ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, মনুষ্যকে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয়, আলস্য, অলঙ্কারাদি বন্ধক দিয়া অর্থ গ্রহণ, জুয়া খেলা প্রভৃতি অবিবেচনার কার্য্য করিয়াও পৃথিবীর সকল স্থানের লোকেই ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে প্রধানতঃ যে দুইটী অজ্ঞানতাপূর্ণ রীতি হেতু অনেকে ঋণী হয়, তাহার বিষয় এক্ষণে উল্লিখিত হইবে।

১। বিবাহে ও শ্রাদ্ধে অপরিমিত ব্যয়।

হিন্দুগণ, স্বভাবতঃ মিতব্যয়ী হইলেও, সময়ে২ জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। কোন২ পিতামাতা সন্তানের বিবাহ দিবার সময়ে আপনাদের বহুকালের ও বহুকষ্টের সঞ্চিত ধন এককালীন ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকে ঋণ করিয়াই ঐরূপ

কার্য্য সমাধা করে। সচরাচর দরিদ্র লোকে টাকা প্রতি অর্দ্ধ আনা অর্থাৎ শতকরা বার্ষিক ৩৬৲ টাকার হিসাবে সুদ দিয়া টাকা কর্জ্জ করে। লোকেরা সচরাচর প্রথমে অলঙ্কারাদি বন্ধক দিয়া টাকা লয়। কখন২ প্রজাগণ গোমেষাদি এবং জমী পর্য্যন্ত বন্ধক রাখে। ক্কালে তাহারা ক্রমশঃ উত্তমর্ণের অর্থাৎ মহাজনের ক্রীত দাসের ন্যায় হইয়া পড়ে। বিবাহকালীন ভয়ানক খরচের ভয়ে কোন২ শ্রেণীর রাজপুত্রেরা কন্যাদিগকে সূতিকাগৃহে বধ করিত।

২। ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবার পরিবর্ত্তে অলঙ্কারাদি গঠন।

কেহ২ বলিয়া থাকে যে, ভারতবর্ষ দরিদ্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে, পৃথিবীতে উৎপন্ন সমস্ত স্বর্ণের চারি ভাগের এক ভাগ ও রৌপ্যের তিন ভাগের এক ভাগ ভারতবর্ষেই আসিতেছে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর চারি শত পঞ্চাশ কোটি পরিমাণ টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্য এই দেশে আমদানী হইয়াছে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুত করণার্থে এতদ্দেশে চারি লক্ষ স্বর্ণকার আছে। তাহাদের প্রত্যেকে মাসে ৬৲ টাকা করিয়া উপার্জ্জন করিলেও সকলে সম্বৎসরে লোকদের নিকট হইতে দুই কোটি উননব্বই লক্ষ টাকা লইয়া থাকে।

অলঙ্কার থাকিলে অর্থের বৃদ্ধি হয় না, বরং ব্যবহার করায় ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যায়। অনেক সময়ে অপহৃতও হইতে পারে। কেবল গাত্রে অলঙ্কার থাকাতেই প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক ও বালক বালিকার প্রাণ যায়।

মনে কর, এক ব্যক্তি আপনার সঞ্চিত সমস্ত অর্থের দ্বারা অলঙ্কার প্রস্তুত করিল। সে ইহা হইতে সুদ স্বরূপ কিছুই পায় না; সুতরাং টাকার আবশ্যক হইলেই তাহাকে ঋণ করিতে হয়। আবার, অন্য এক ব্যক্তি আপনার সঞ্চিত ধন ডাক ঘরের ব্যাঙ্কে জমা রাখিল। সে ইহার দরুন কিছু সুদ পায়, এবং আবশ্যক হইলেই জমার টাকা বাহির করিয়া আনিতে পারে। আর উক্ত জমার টাকা বাহির করিয়া আনিলে সুদ পায় না বটে; কিন্তু ঋণ না থাকায়, মহাজনকে সুদ দিতে হয় না।

ভারতবর্ষে কম হইলেও দুই শত কোটি টাকার অলঙ্কার আছে। শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকার হিসাবে সুদ ধরিলেও এক বৎসরে ঐ দুই শত কোটি টাকার সুদ ২৪ কোটি টাকা হয়। ইহা কি কম? সমস্ত ভারতবর্ষের ভূমির রাজস্বই ২৪ কোটি টাকা।

যে সমস্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কারে বহুসংখ্যক টাকা আটক রহিয়াছে, এক্ষণে যদি পুনরায় সেই সমস্ত অলঙ্কার হইতে টাকা প্রস্তুত করিয়া ঋণ পরিশোধ, কৃষিকার্য্যের জন্য উত্তম ২ যন্ত্র ও গবাদি ক্রয় এবং ব্যবসায়ের মূলধন বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের উন্নতির পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির অমঙ্গল।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির এই ২ অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে ;—

১। অর্থনাশ।

ভারতবর্ষে দুই লক্ষেরও অধিক ব্যবসায়ী ঋণদাতা আছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেকে গোপনে লোক-

দিগকে ঋণ দিয়া থাকে। ইহারা সুদের দরুণ অনেক টাকা পায়। মনে কর, কোন এক ব্যক্তি প্রতি মাসে ৩৵ সুদ দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তিন বৎসরের জন্য ৫০৲ টাকা কর্জ্জ করিল। এবং তিন বৎসরে ঐ টাকার সুদ স্বরূপ ১০০৲ শতাধিক টাকাও মহাজনকে দিল; কিন্তু ইহাতে তাহার আসলের কিছুই কমিল না। এই প্রকারেই যে কেবল অর্থনাশ হয়, তাহা নয়, অন্যান্য প্রকারেও হইতে পারে। মূলধন না থাকিলে কেহই লাভজনক ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। আবার, নগদ মূল্য দিতে না পারিলে, অল্প মূল্যের দ্রব্যের জন্য দোকানী অধিক মূল্য লইয়া থাকে।

২। অবমাননা।

ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে খাতক মহাজনকে আর মুখ দেখাইতে পারে না। এ দিকে আবার মহাজন তাহাকে দেখিতে পাইলেই তিরস্কার করে ও গালি দেয়। খাতক অনেক সময়ে মহাজনের ভয়ে লুকাইয়া থাকিতে চেষ্টা করে। কখন বা ধৃত হইবার আশঙ্কায় নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। সে নিজ অন্তঃকরণে এবং অন্যের দৃষ্টিতে আপনাকে নিতান্ত নীচ জ্ঞান করে। নানাবিধ ছল ও নীচ উপায় অবলম্বন করিতেই তাহার জীবন শেষ হইয়া যায়। হয়ত, শেষে তাহাকে কারারুদ্ধ পর্য্যন্ত হইতে হয়।

৩। মিথ্যা কথা।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে সত্য কথা বলা বড়ই কঠিন। সে যত টাকা ঋণ লইতে পারে, তাহা এক জনের নিকট হইতে লইয়া সুখ্যাতি পাইবার আশয়ে অন্য ব্যক্তির

নিকট আপনাকে অঋণী বলিয়া প্রকাশ করে। মহাজনের নিকট বলে যে, "আমি অমুক দিনে আপনার টাকার সুদ ও অমুক দিনে আসল টাকা পরিশোধ করিব।" কিন্তু নিরূপিত দিনে কিছুই দিতে পারে না। এই প্রকারে দশ কুড়ি বার কেবল মিছা মিছি দিবার কথাই বলে; কিন্তু দিতে পারে না। এই জন্যই কথিত হইয়াছে যে, "ঋণ করিলেই মিথ্যা কথা বলিতে হয়।"

৪। যাবজ্জীবন দাসত্ব।

শলোমন রাজার হিতোপদেশে লিখিত আছে যে, "ঋণী মহাজনের দাস হয়।" হিন্দুগণ এমনই অপরিণামদর্শী এবং সুদের হার এত অধিক যে, কোন ব্যক্তির নাম এক বার মহাজনের খাতায় উঠিলে, আর তাহার রক্ষা পাওয়া ভার হয়। তাহারা ঋণীর নাম কাটাইতে কিম্বা তাহাকে ছাড়িতে চায় না। তাহাদের ইচ্ছা, যেন দুর্ভাগা ঋণী কেবল তাহাদেরই উপকারের জন্য পরিশ্রম করে। তাহারা প্রায়ই নিজের ইচ্ছামত মূল্য ধার্য্য করিয়া রাইয়তের ভূম্যুৎপন্ন শস্য আত্মসাৎ করে, এবং ঋণীকে কেবল অনাহার হইতে রক্ষা করিবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ দেয়। এইরূপ কারণে অনেক স্থানে এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, পিতৃঋণ বংশানুক্রমেই চলিয়া আসিতেছে।

৫। অবিশ্বস্ততা।

কেরাণী, মুহুরী প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণের হস্তে প্রায়ই তহবীল থাকে। কর্ত্তা ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা এই তহবীলের হিসাব দেখেন না। সুতরাং অপব্যয়ী কর্ম্মচারীগণ প্রলোভনে পড়িয়া তহবীলের কতক২ টাকা আত্মসাৎ

করে। তাহারা কখন২ বা জালও করে। দেশের প্রত্যেক বড় বড় কারাগারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উচ্চ পদস্থ অনেক শিক্ষিত লোক মহাজনের উৎপীড়নে স্বীয় প্রভুর টাকা আত্মসাৎ করা অপরাধে কারারুদ্ধ হইয়াছে।

৬। পারিবারিক দুরবস্থা।

অধমর্ণের সহিত তাহার পরিবারস্থ সকলেই কষ্টভোগ করে। সে উপযুক্তরূপে তাহাদের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে পারে না। তাহাতে আবার সর্ব্বদাই মহাজনের ভয়ে ও ভবিষ্যৎ অনাটন হেতু মনের দুঃখে কালযাপন করিতে হয়। তাহার সর্ব্বস্ব বিক্রীত, ও পরিবার ঘর বাড়ী হইতে তাড়িত হয়। কোন২ ঋণী ঐ প্রকারে দেউলিয়া হয় না বটে; কিন্তু তাহাদের মৃত্যুর সময় স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদিগকে এই সংসারে নিতান্ত পথের ভিখারী করিয়া রাখিয়া যায়।

৭। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি।

ঋণীকে এত নিগ্রহ ভোগ করিতে হয় যে, সে অবশেষে ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উঠে; সুতরাং আর নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করে না। সে কোন সৎ কর্ম্ম করিবার মনস্থ করিলেও, নানাবিধ দুঃখ ও দুশ্চিন্তাবশতঃ তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঋণী প্রলোভনে পড়িয়া অবিশ্বস্ততার কার্য্য পর্য্যন্ত করিয়া ফেলে। কোন২ ঋণী যন্ত্রণাদায়ী চিন্তার লাঘব করণার্থে সুরাপান অভ্যাস করিয়া থাকে এবং পরিশেষে মদ্যপায়ী নামে অভিহিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। বাইবেলে বলে,

"অন্যায়কারী লোকেরা ঈশ্বররাজ্যে অধিকার পাইবে না, ইহা কি জান না?" (১ ক, ৯; ৬)।

ঋণগ্রস্ত হওয়া যে বাস্তবিক অন্যায়, তাহা অল্প লোকেই বুঝিতে পারে। তাহারা যে অবিশ্বস্ততার কার্য্য করিতেছে, এবং, হয় ত, অন্যের উপর ভয়ানক বোঝা চাপাইতেছে, তাহা চিন্তাও করে না।

ঋণদায় হইতে মুক্তিলাভের উপায়।

"ঋণগ্রস্ত হওয়াতে আমি বড় দুঃখিত আছি," এইরূপ কথা বলিলে ঋণীর ঋণ পরিশোধ হইবে না। সে শত বৎসর কেবল অনর্থক দুঃখ করিলেও ঋণের এক কপর্দ্দকও পরিশোধ করিতে পারিবে না। এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর গড়াইয়া সহজেই পাহাড়ের নিম্নদেশে ফেলিতে পারা যায়; কিন্তু তাহা পুনরায় গড়াইয়া ২ উপরে লইয়া যাওয়া বড়ই কঠিন কর্ম্ম। সেইরূপ ঋণ করা সহজ, কিন্তু ঋণদায় হইতে মুক্ত হওয়া বড়ই কঠিন। তথাপি ঋণদায় হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় এবং দুঃখভোগের সম্পূর্ণ পুরস্কারও লাভ হয়। ঋণী এক বার ঈশ্বরের সাহায্য লইয়া নিজ ভারী বোঝা কমাইবার সঙ্কল্প করুক। পাঠক, তোমার যদি এই প্রকার করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে নিম্নলিখিত নিয়ম কয়েকটির প্রতি দৃষ্টি কর।

১। যত্নপূর্ব্বক তোমার আয়ের হিসাব রাখ, এবং সমস্ত ঋণের এক ফর্দ্দ কর।

আয় বেশি করিয়া ধরিও না। যদি অনেক মহাজন থাকে, তবে তাহাদের মধ্যে কাহার অধিক পাওনা

আছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা কর। সেই পাওনার হিসাব এক খানি খাতায় লিখ।

২। খরচ পত্র সম্বন্ধে এরূপ নিয়ম করিয়া চল, যেন মাসে ২ সুদ ব্যতীত আসলেরও কিছু ২ পরিশোধ করিতে পার।

অপব্যয়ীর পক্ষে এইরূপ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার বটে; কিন্তু এই প্রকার না করিলে আর উদ্ধারের উপায় নাই। যাহারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহার্থে প্রথমে আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয করে, তাহারা পরিশেষে পরিমিত ব্যয় করিতে বাধ্য হয়। যথাসময়ে কতক ২ খরচ কমাইয়া দিলে তাহাদিগকে অধিক কষ্টভোগ করিতে হয় না।

কেবল সুদের টাকা পরিশোধ করিলেই যথেষ্ট হয় না। বারম্বার সুদের টাকা দিতে ২ আসল টাকা অপেক্ষাও অধিক দেওয়া হয় বটে; কিন্তু আসল ঋণ যাহা, তাহা ঠিকই থাকে। কিন্তু যদি আসলেরও কিছু ২ পরিশোধ করা যায়, তাহা হইলে সমস্ত ঋণ ক্রমশঃ পরিশোধ হইতে পারে।

মনে কর, এক ব্যক্তির মাসিক আয় ৩০৲ টাকা; কিন্তু তাহার ২০০৲ টাকা দেনা। এই টাকার সুদস্বরূপ তাহাকে প্রতিমাসে ২৲ টাকা করিয়া দিতে হয়। সে, মাসে ২৬৲ টাকায় সমস্ত খরচ চালাইতে স্থির করুক; এবং ঋণ পরিষ্কার না হওন পর্য্যন্ত ৪৲ টাকা করিয়া প্রতিমাসে ঋণ বাবদে দিউক। এই নিয়মের মাসিক হিসাব দেখাইবার স্থান এখানে নাই, সুতরাং একটী বার্ষিক হিসাব দেওয়া গেল।

	আদায়।		বাকীঋণ।
	সুদ।	আসল।	
প্রথম বৎসরের শেষে	২৪৲	২৪৲	১৭৬৲
দ্বিতীয় " "	২১৲	২৭৲	১৪৯৲
তৃতীয় " "	১৮৲	৩০৲	১১৯৲
চতুর্থ " "	১৪৲	৩৪৲	৮৫৲
পঞ্চম " "	১০৲	৩৮৲	৪৫৲
ষষ্ঠ " "	৫৲	৪৩৲	২৲

এক্ষণে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ করিলে ছয় বৎসরের মধ্যে কেবল ৯২৲ টাকা সুদ দিয়া সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে পারা যায়। কিন্তু যদি ঋণী মাসে২ কেবল সুদের টাকাই পরিশোধ করে, তাহা হইলে ছয় বৎসরে তাহাকে সুদের দরুণ ১৪৪৲ টাকা দিতে হয়, অথচ আসল ঋণের কিছুই কমে না। সেই জন্য আসল টাকা কমাইয়া আনিবার চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। যদি ঋণী ঋণ পরিশোধার্থে মাসে ৬৲ টাকা করিয়া দেয়, তবে কেবল ৫৮৲ টাকা সুদ দিলেই, পূর্ণ চারি বৎসরের পূর্ব্বেও তাহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইতে পারে।

৩। যদি সম্ভব হয়, তবে বন্ধক রাখিয়া সুদ দিবার পরিবর্ত্তে অলঙ্কারগুলি বিক্রয় কর।

অলঙ্কারাদিতে প্রতি বৎসর যে কত কোটি২ টাকা বদ্ধ হইয়া যাইতেছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। অজ্ঞান স্ত্রীলোককে অলঙ্কার বিক্রয় করিতে সম্মত করা বড়ই কঠিন। শুনিলে যেন তাহার শরীরের রক্ত শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু, অলঙ্কার বন্ধক দিয়া টাকা ধার

করা কিরূপ মূর্খতার কার্য্য, এবং ঋণ পরিশোধ হইলে কেমন সুখের বিষয় হয়, তাহা যদি স্বামী তাহাকে বুঝাইয়া দেয়, তাহা হইলে কোন২ জ্ঞানবতী স্ত্রী এই প্রকার ত্যাগস্বীকারে সম্মত হইলেও হইতে পারে।

৪। আয় ব্যয়ের হিসাব রাখ।

প্রত্যেক সুশাসিত রাজ্যেরই এক একটী বজেট অর্থাৎ বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব থাকে। সেই রূপ প্রত্যেক্ পরিবারের এক একটী বজেট থাকা উচিত। মোটামুটি খরচের ঘরে যেন ঘরভাড়া, জমীর খাজানা, খাদ্যসামগ্রীর খরচ, গৃহের অন্যান্য আবশ্যকীয় খরচ, কাপড় চোপড়, সন্তানদের বিদ্যাশিক্ষার খরচ, দান, বাজে খরচ ও জমার টাকার হিসাব লেখা হয়। বিবেচনা পূর্ব্বক প্রত্যেক হিসাবের ঘরের খরচ প্রত্যেক্ হিসাবের ঘরে লেখা আবশ্যক।

৫। দৈনিক ব্যয়ের হিসাব রাখ।

লক্ সাহেব বলেন, "ব্যয়ের নিয়মিত হিসাব সর্ব্বদা দৃষ্টির উপর রাখিলে মনুষ্য যেমন স্বায়ত্তাধীন থাকিতে পারে, অন্য কিছুতেই তদ্রূপ থাকিবার সম্ভাবনা নাই।" অতএব তোমার দৈনিক খরচের একটী হিসাব লিখিয়া রাখ।

অনেক গরিব লোকে মনে করে যে, তাহাদের আয়-ব্যয়ের সূক্ষ্ম হিসাব রাখিবার কোন আবশ্যক নাই। এটি ভয়ানক ভ্রম। মনুষ্য যতই গরিব হউক না কেন, তাহার আয়ের প্রত্যেক পয়সার হিসাব রাখা উচিত।

৬। নগদ মূল্যে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় কর।

লোকে যখন কোন দ্রব্যের মূল্য এককালীন দেয়, তখন সেই দ্রব্যটী বাস্তবিক লইবার আবশ্যক আছে কি না, তাহা দুই এক বার চিন্তা করে। কিন্তু তুমি যদি দোকানে ধারে দ্রব্যাদি কিনিতে যাও, তবে দোকানীর ইচ্ছামত দ্রব্য তোমাকে লইতে হয়। তোমার জোর খাটে না। নগদ মূল্য দিতে পারিলে যে দোকানে সুলভ মূল্যে উত্তম দ্রব্য পাওয়া যায়, সেই দোকানে যাইতে এবং কখনং দস্তুরীও লইতে পার।

৭। নীলামে যাইও না, কিম্বা দোকানেং ঘুরিও না।

অনেকে নীলামে গিয়া ভয়ানক শস্তা বিবেচনা করিয়া অনাবশ্যকীয় দ্রব্যও কিনিয়া থাকে। বারম্বার দোকানে ঘুরিলেও অনাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিতে ইচ্ছা হয়। অতএব তোমার যখন কোন অনাবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় করণের ইচ্ছা হয়, তখন "আমি কি এই মূল্য দিতে পারি ?" মনেং এমন কথা বলিও না; কিন্তু "ইহা না হইলে কি আমার চলিবে না ?" এইরূপ কথা বলিও।

৮। মাদক দ্রব্যের জন্য অর্থ ব্যয় করিও না।

প্রাচীন গ্রীকদের একটী প্রবাদ বাক্য ছিল যে, "পানীয় দ্রব্যের মধ্যে জলই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" বহু-শতাব্দী পর্য্যন্ত কয়েক শ্রেণীর লোক ভিন্ন ভারতবর্ষের সকলেই পরিমিত ব্যয়ী ছিল। এতৎসম্বন্ধে পূর্ব্বপুরুষ-গণের সৎ দৃষ্টান্তানুযায়ী কার্য্য করা আধুনিক হিন্দু-দিগের উচিত। আদৌ ধূম পানাভ্যাস করিও না, তাহা হইলে, আর ধূমপানের ইচ্ছাও হইবে না। অতি

সামান্য পরিমাণের ধূমপানও অল্প বয়স্ক বালকদিগের পক্ষে ক্ষতিজনক। সুরা অপেক্ষা অহিফেণ কোন২ বিষয়ে আরও অধিক ক্ষতিকর; অতএব ইহা কখনই সেবন করিও না।

৯। "না" বলিতে শিখ।

তুমি যে জিনিসের মূল্য দিতে অপারক, সেই জিনিস কিনিতে ইচ্ছা হইলে, "না" বল। তোমার ঋণ পরিশোধ করিবার সময়ে ঐরূপ প্রলোভনে পতিত হইলে হয় ত মনে২ বলিতে পার যে, এক মাস টাকা দেওয়া বন্ধ থাকুক, কিন্তু তখনও "না" বলিও। স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণ তোমার সাধ্যাতিরিক্ত মূল্যের বস্ত্র কিম্বা অন্য কোন দ্রব্য চাহিলে তুমি "না" বল। যখন অর্থব্যয় করিয়া অনর্থক তামাসা দেখিতে ইচ্ছা হয়, তখনও "না" বলিও। কোন প্রকার মন্দ বিষয় তোমাকে প্রলোভনে পতিত করিবার চেষ্টা করিলেই সাহসপূর্ব্বক "না" বল। এক কথায় বলিতে গেলে, আলস্য, আত্মপ্রশ্রয়, কুকার্য্য কিম্বা কুঅভ্যাস হইতে উত্তীর্ণ হইবার কেবল একমাত্র উপায় "না"। অবশ্য, প্রথমতঃ কয়েক বার এইরূপ বলিতে ভয়ানক কষ্ট বোধ হয়, কিন্তু পরে ক্রমে২ অভ্যাস হইয়া যাইবে।

১০। পরিশ্রমী হও।

পরিশ্রম না করিলে কোন বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না। শলোমন রাজা বলেন, "পরিশ্রমী লোকেরা ধনী হয়।" আবার বলেন, "নিদ্রা ভাল বাসিও না, পাছে তোমার নিকট দারিদ্র্য উপস্থিত হয়।"

১১। ডাকঘরের ব্যাঙ্ক পুস্তক রাখ।

অনেকেই অপরিমিতব্যয়ী। তাহারা বিবাহের পূর্ব্বে, কিম্বা পারিবারিক ভারে ভারগ্রস্ত হইবার পূর্ব্বে, সুযোগ ও সুবিধা থাকিতে কিছুই সঞ্চয় করে না; সুতরাং পরে খরচ বৃদ্ধি হইলেই সুদ দিয়া টাকা ধার করিতে বাধ্য হয়। অনেকেই মাসিক বেতনের সমস্ত টাকাটি এককালীন খরচ করিয়া ফেলে, বাজে খরচের জন্য কিছুই হাতে রাখে না। সেভিং ব্যাঙ্কে পূর্ব্ব হইতে টাকা জমা রাখিলে ঐরূপ বিপদে পড়িতে হয় না।

প্রত্যেক ডাকঘরেই টাকা জমা দিবার নিয়মাবলী পাওয়া যায়।

১২। ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা কর।

অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে মনেরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ঋণদায় সুক্ষ্মরূপে হৃদয়ঙ্গম হইলেও অনেক অপরিমিতব্যয়ী ঋণমুক্ত হওনান্তর পুনরায় সেই বিপদে পতিত হয়। শূকরকে যেমন ধৌত করিয়া দিলেও সে পুনরায় কর্দ্দমের দিকে ধাবিত হয়, তাহারাও তদ্রূপ। এই প্রকার লোকদিগকে ঋণ দেওয়ায় কেবল অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। মহাজন তাগাদায় বিরত হইলেই তাহারা পুনরায় ঋণ করিতে আরম্ভ করে।

কেবল বিদ্যাশিক্ষা করিলেই যথেষ্ট হয় না। অশিক্ষিত রাইয়তদিগের ন্যায় অনেক কৃতবিদ্য লোকদিগকেও অপব্যয়ী ও অপরিণামদর্শী হইতে দেখা যায়। অতএব মনের পরিবর্ত্তনের জন্য জ্ঞানানুশীলন আবশ্যক।

এইরূপ প্রলোভন হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য নিজ শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া প্রতিদিন তোমার স্বর্গস্থ পিতার নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা কর, "হে পিতঃ। আমাকে উত্তোলন কর, তাহাতে আমি রক্ষা পাইব।" মনে রাখিও যে, তোমার পূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপ ও অপরাধ ঈশ্বরের নিকট নম্রভাবে স্বীকার করতঃ ঐরূপ প্রার্থনা করা উচিত।

পূর্ব্বাবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঈশ্বরীয় সাহায্যের উপর নির্ভর করিলে ক্রমে ২ অনেক ঋণী ঋণদায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

ঋণমুক্ত ব্যক্তির সুবিধা।

ঋণদায় হইতে মুক্তিলাভান্তে সঞ্চিত অর্থ কেবল নাড়াচাড়া করিয়া চক্ষুর তৃপ্তিসাধন এবং ভোগবিলাসিতায় অন্যের হিংসা বৃদ্ধি করা উচিত নয়। ধনলোভী ব্যক্তির নিকট ধনরাশি দেবমূর্ত্তির সদৃশ, সে সর্ব্বদাই তাহার সম্মুখে প্রণিপাত করে। কৃপণ ব্যক্তি কখনই কোন বিষয়ে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। সে জীবদ্দশায় স্বীয় সঞ্চিত ধন ব্যয় করে না; সুতরাং মৃত্যু হইলে সম্ভবতঃ অপব্যয়ী উত্তরাধিকারীগণ সেই ধনরাশি উড়াইয়া দেয়।

সঞ্চিত ধন সম্পত্তি ব্যয় করিবার উদ্দেশ্য অন্য প্রকার। ন্যায় এবং অন্যায়রূপে ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে পরে কিছু বলা যাইবে। ঋণদায় হইতে মুক্তিলাভ ও কিঞ্চিৎ মূলধনের সংস্থান হইলে যে কি ২ সুবিধা হয়, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল।

১। অর্থ সঞ্চিত হয়।

মনুষ্যদিগের কঠিন পরিশ্রমজনিত উপার্জ্জনের যে কত অংশ মহাজনের ঘরে দিতে হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। অঋণী ব্যক্তি কোন মহাজনকে কিছুই দিতে বাধ্য নয়, সুতরাং তাহার ব্যয়াবশিষ্ট সমস্ত অর্থ জমা থাকে।

২। অর্থ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়।

ঋণী স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে না পারায় সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকে; সুতরাং রাত্রিতেও তাহার নিদ্রা হয় না। অঋণী ব্যক্তি অর্থসম্বন্ধে নিশ্চিন্তাবস্থায় কাল যাপন করে।

৩। সকলেই আদর সম্ভাষণ করে।

মহাজনগণ খাতকের প্রতি বর্কশভাবে দৃষ্টি করে; এবং অপমান করিতেও ত্রুটি করে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ঋণভারে ভারাক্রান্ত নয়, সকলেই হাস্যবদনে তাহাকে অভ্যর্থনা করে।

৪। সভ্যতা ও বিশ্বস্ততার বৃদ্ধি হয়।

ঋণী স্বীয় প্রতিজ্ঞামত কার্য্য করিতে পারে না। তাহার মূল্য দিবার ক্ষমতা না থাকিলেও, সে প্রতারণাপূর্ব্বক দ্রব্যাদি ক্রয় করে। এইরূপে, সে ক্রমশঃ মিথ্যাকথা ও প্রতারণার দাস হইয়া পড়ে। ঋণ না থাকিলে এরূপ ঘটে না।

৫। দরিদ্রদিগের সাহায্য ও অন্যান্য সৎকার্য্য সাধন করিবার ক্ষমতা থাকে।

সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করা জীবনের একটী বিশেষ আনন্দের বিষয়। যাহাতে আমাদের কোন অধিকার

নাই,এমন দ্রব্য আমরা কাহাকেও দান করিতে পারিব না। মুক্তহস্ত বা দানশীল হইতে হইলে প্রথমতঃ আমাদিগের ন্যায়পরায়ণ হওয়া উচিত। অঋণী ব্যক্তি টাকার সুদস্বরূপ কাহাকেও কিছু দিতে বাধ্য নয়; সুতরাং অনায়াসেই দান কার্য্যের জন্য অধিক ব্যয় করিতে পাবে।

৬। পারিবারিক সুখ সচ্ছন্দতা থাকে ও পুত্রকন্যাগণেব নিকট উত্তম দৃষ্টান্তস্বরূপ হইতে পাবা যায়।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পারিবারিক দুরবস্থার কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তাহার গৃহে কোন সুখশান্তি নাই। অপরিমিতব্যয়ী পিতামাতার পুত্রকন্যাগণও প্রায়ই অপরিমিতব্যয়ী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিবেচনাপূর্ব্বক অর্থের সদ্ব্যবহার করে, সে যে কেবল জীবিতাবস্থাতেই তাহার ফলভোগ করে, এমন নয়, ভবিষ্যৎ পবম্পরারও ধন্যবাদেব পাত্র হয়।

ঋণমুক্ত ব্যক্তি যেন কেবল উপবোক্ত সুবিধা কযেকটী যথেষ্ট বিবেচনা না করে, কেননা তাহার আবও কিছু করা আবশ্যক। মীখা ভাববাদী বলেন, "হে মনুষ্য, যাহা ভাল, তাহা ঈশ্বব তোমাকে জানাইয়াছেন; ফলতঃ ন্যায্য আচরণ, দয়াতে অনুরাগ ও নম্রভাবে তাঁহার সহিত গমনাগমন ব্যতিরেকে তিনি তোমার নিকট আর কিছুরই অনুসন্ধান কবেন না।"

ন্যায্য আচরণ কবিতে হইলে, দয়াতে অনুবাগ থাকা ও নম্রভাবে ঈশ্ববের সহিত গমনাগমন করা আবশ্যক।

ঋণ সম্বন্ধে ডাক্তার সামুয়েল জন্সন সাহেবের উক্তি।

"ঋণ থাকিলে যে কেবল নানাবিধ অসুবিধা ঘটে, এমন মনে করিও না। ইহাতে দুরবস্থাও উপস্থিত হয়।

দবিদ্রতা উপস্থিত হইলে কোনও উত্তম কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না, অধিকন্তু সাংসারিক ও পারমার্থিক অমঙ্গল হইতে রক্ষা পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে। অতএব সাংসাবিক অবস্থা ভাল করিবার জন্য সকলেরই সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা বিধেয়। সর্ব্বপ্রথমেই ঋণমুক্ত হইতে চেষ্টা কর। অনন্তর, দরিদ্র হইব না বলিযা দৃঢ প্রতিজ্ঞা করতঃ যাহা কিছু আছে, তাহাইতে অল্প পরিমাণে খরচ কব। দরিদ্রতা মনুষ্যজীবনের সুখের শত্রু। ইহাতে মনুষ্যের স্বাধীনতা ও কোন ২ গুণ নষ্ট করে, এবং তাহাকে প্রায় অকর্ম্মণ্য কবিয়া ফেলে। পবিমিত ব্যযেব দ্বাবা পারিবারিক শান্তিলাভ ভিন্ন পবোপকারও করিতে পারা যায। কিন্তু যাহাব নিজেবই অভাব আছে, সে কেমন করিযা অন্যের সাহায্য কবিবে? অতএব যথেষ্ট থাকিলেই আমরা আবশ্যকীয খরচ বাদে দানও কবিতে পারি। ঋণগ্রস্ত মনুষ্য আপনি আপনাকে নীচ জ্ঞান করে, এবং চাকর ও দোকানীদেব অনুগ্রহাধীন হইয়া পড়ে। সে তখন আর আপনি আপনাব অধীন থাকে না, কিম্বা মুখ তুলিয়া কাহারও সহিত কথা বলিতে পারে না। তাহার পক্ষে সত্যবাদী হওয়াও বড কঠিন হইযা উঠে। স্বকীয উপার্জ্জিত অর্থেব দ্বাবা জীবিকা নির্ব্বাহ কবাই প্রকৃত সাধুর কার্য্য। যে ব্যক্তি এইরূপ করিতে না পারে, তাহাকে নিশ্চয়ই প্রতাবণাপূর্ব্বক অন্যের অর্থের উপর নির্ভর করিতে হয়।"

জন্সন সাহেব বলেন যে, পবিমিত ব্যযের দ্বারাই ধনসঞ্চয় বা সাংসারিক উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়। তিনি পরিমিত ব্যয়কে "প্রজ্ঞার কন্যা, পরিমিতাচারেব ভগিনী এবং স্বাধীনতার মাতা" বলিয়া থাকেন।

মহাঋণ।

যদিও ঋণ প্রথা সচরাচর প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত হইযাছে, তথাপি এমন লোকও আছে, যাহারা কাহারও নিকট এক পযসার জন্যেও ঋণী নয়। ইহা খুব ভাল বলিতে হইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মনুষ্যমাত্রেই আর এক প্রকাব ভযানক ঋণভারে ভারাক্রান্ত হইযা আছে। আবার এই ঋণভাব প্রত্যহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। মনুষ্য নিজে ইহা হইতে কখনই মুক্তিলাভ কবিতে পারে না। পাঠক, এই মহাঋণের বিষয তুমি কি জান?

স্বভাবত: সকলেই ঋণী।

বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জ্ঞানী, সৎ ও সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা একমাত্র ঈশ্ববেব অস্তিত্ব স্বীকার কবেন। আমরা এই যে পৃথিবীতে বাস কবিতেছি, যে সূর্য্য ইহাতে কিবণ দিতেছে, এবং যে সকল বৃক্ষলতাদি ইহাতে উৎপন্ন হইতেছে, এই সকলই তিনি সৃষ্টি করিযাছেন। পৃথিবীর অসংখ্য জীবজন্তুও তাঁহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইযাছে। তিনিই আমাদেব জীবনদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। তিনি যদি মুহূর্ত্তকাল আমাদের প্রতি দৃষ্টি না রাখেন, তবে আমবা সকলেই মবিযা যাই। তিনি আমাদেব সকলেব পিতা ও রাজা।

সর্ব্বান্তঃকবণেব সহিত ঈশ্ববকে প্রেম ও তাঁহাব আজ্ঞাসকল পালন কবাই ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাঁহাব সকল আজ্ঞাই পবিত্র, ন্যায্য ও উত্তম। ঈশ্বর বিষয়ে আমাদের এইরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি কি যুক্তিসঙ্গত নয়?

যদি কেহ কোন মহাজনের দ্রব্য লইয়া মূল্য না দেয়, তবে তাহাকে সেই মহাজনের নিকট ঋণী বলা যায়। ঈশ্বর আমাদের প্রতি নিয়ত দয়া করিতেছেন, অতএব তাঁহার প্রাপ্য মান্য তাঁহাকে না দিলে আমরাও তাঁহার নিকট ঋণী হই। তাঁহার নিকট সকল প্রকার অবাধ্যতার জন্যই আমাদিগকে নিকাশ দিতে হইবে।

কেহ ২ ঈশ্বরের নিকট অধিক পরিমাণে ঋণী, এবং কেহ ২ বা অল্প পরিমাণে ঋণী। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা সকল প্রকার দোষেই দোষী। আবার এমন লোকও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা কেবল কখন ২ গুরুতর পাপে পতিত হয়। কেহ ২ বা নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করিয়া পৃথিবীতে সুনাম রাখিয়া যায়।

ঈশ্বর আমাদের আন্তরিক ও বাহ্য কার্য্যকলাপের প্রতি সতত দৃষ্টি রাখেন। তাঁহার সম্পূর্ণ বাধ্য হওয়া আমাদের উচিত। তুমি কি কখনও এক ঘণ্টাকাল তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রেম করিয়াছ? তোমার জীবনে কৃত সমস্ত কুচিন্তা, কুবাক্য, ও কুকার্য্যের বিষয় একবার মনে করিয়া দেখ। প্রতিদিন এক একটী পাপ করিলেও ৪০ বৎসরে ১৪,০০০ সহস্রের অধিক বার পাপ করা হয়, কিন্তু আমাদের কৃত পাপের সংখ্যা কে গণনা করিতে পারে? পূর্ব্বকালের জনৈক ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, "মস্তকের কেশরাশি অপেক্ষাও আমার কৃত পাপের সংখ্যা অধিক।"

আমাদের ঋণ পরিশোধ করণের অপারকতা।

মনে কর, এক ব্যক্তি কাহারও নিকট এক কোটি টাকার ঋণী আছে। সে উত্তমর্ণকে দুই চারিটা করিয়া

পয়সা দিলে ঐ ঋণ কখনই পরিশোধ করিতে পারিবে না। সেইরূপ, অনুমানসিদ্ধ পবিত্র জলে স্নান করিলে পাপের ক্ষমা হয় না। ভিক্ষুকদিগকে অন্নদান এবং দেবতার কাছে নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলেও পাপ ক্ষমা পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ ঋণ করিয়া, পরিশেষে নগদ মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিলে পূর্ব্বঋণ পরিশোধ হয় না। সেইরূপ আমরা এখন হইতে ঈশ্বরের সমস্ত আদেশ পালন করিলেও আমাদের পূর্ব্বকৃত পাপের মোচন হইবে না। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জীবনের প্রত্যেক দিবসে আমাদের ঋণ বৃদ্ধি হইতেছে। পরিশোধ করিবার মত কিছুই না থাকাতে আমরা ঋণে মগ্নপ্রায় হইতেছি।

আমরা দণ্ড পাইবার যোগ্য।

অনেকেই এই মহাঋণের বিষয় তত বিশেষরূপে চিন্তা করে না। এটি তাহাদের ভয়ানক ভ্রম। এই বিশ্বপতি ঈশ্বর আমাদের সকলের পিতা। তিনি পরম দয়ালু ও হিতৈষী, সুতরাং আমরা পাপ করিলে তাঁহার প্রতি বিদ্রোহিতাচরণ, অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। পাপের বেতন মৃত্যু। মনুষ্য যত কাল পাপ করিবে, তত কাল তাহাকে যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হইবে।

কিরূপে এই মহাঋণের ক্ষমা হইতে পারে?

মনুষ্য নিতান্তই ঋণজালে আবদ্ধ হইলে কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্য হয়। কিন্তু যদি কোন বন্ধু তাহার প্রতিভূ হইয়া সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দেয়, তবেই সে ঋণদায় হইতে মুক্ত হইতে পারে।

এক ঋণী কখনই অন্য ঋণীর ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না, ইহা নিশ্চয়। কোন মনুষ্য আপন ভ্রাতাকে উদ্ধার করিতে পারে না, যেহেতু সকলেই এই ভয়ানক ঋণজালে আবদ্ধ হইযা পড়িযাছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মে শিক্ষা পাওযা যায যে, ঈশ্বর জগতেব প্রতি এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকেও আমা-দের ত্রাণের জন্য দান কবিতে দৃঢসঙ্কল্প হইলেন। অনন্তব তাঁহার সেই পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নামে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইযাছিলেন। তিনি পিতার আদেশানুসাবে অকথ্য যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশীয মৃত্যুদ্বাবা পাপের দণ্ড স্বযং সহ্য করিয়া আমাদেব ঋণেব শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত পরিশোধ করিযাছেন।

এখন, যাহারা যীশুকে আপনাদেব ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার ও গ্রহণ করে, তাহারা সকলেই এই মহাঋণদায হইতে মুক্তিলাভ কবিতে পারে। তিনি তাহাদেব পাপের জন্য দাযী হন, সুতরাং তাহাবা নির্দ্দোষ বলিয়া পরিগণিত হয। অধিকন্তু ঈশ্ববীয় পবিত্র আত্মা দ্বারা তাহাদেব অন্তঃকরণ পরিষ্কৃত হয়। তাহারা যতকাল জীবিত থাকে, তত কাল তাহাদের অন্তঃ-কবণে এই (নিযম) কার্য্য চলিযা থাকে। তাহাদের মৃত্যু হইলে এই কার্য্য সমাপ্ত হয়। যীশু খ্রীষ্টকে আপনাদের ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিলে সকলেই ঋণসদৃশ স্ব ২ পাপেব ক্ষমা লাভ কবিতে পাবে। মনুষ্য স্বভাবতঃ আত্মাভিমানী, সুতবাং কেহ একপ করিতে চায় না। আমরা স্বকীয় কল্পিত পুণ্যবলে এই মহাঋণদায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে চেষ্টা কবি, কিন্তু ইহা নিতান্ত অসম্ভব।

দাতব্য ক্ষমা অগ্রাহ্য করিলে পাপ হয়।

মনে কর, কতকগুলি প্রজা কোন বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করায় দোষী হইয়াছে। রাজা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদের ক্ষমা পাইবার একটী উপায় করিয়া দিলেন। কিন্তু, তাহারা যদি এই উপায়টী অবলম্বন করিতে অসম্মত হয়, তবে তাহাদের দোষ আরও গুরুতর হইয়া উঠিবে; এবং রাজা তাহাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।

অতএব এখন সময় থাকিতে২ তোমার মহাঋণ হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা কর, তাহা হইলে ইহকালে সুখী ও পরকালে অনন্ত জীবনের অধিকারী হইতে পারিবে।

1st Edn 1000

CALCUTTA·

PRINTED BY B M BOSE, AT THE SAPTAHIK SAMBAD PRESS, AND PUBLISHED BY THE CHRISTIAN LITERATURE SOCIETY,

23, CHOWRINGHEE ROAD

1894

Rs.
As.
P.
Rupees
E. & O. E. Received Payment.